যায়যায়দিন

2 6 APR 2008

সিলেট শিক্ষা বোর্ড

উত্তরপত্র মূল্যায়ন নীতিমালায় এবার পরিবর্তন আসছে

সিলেট অফিস

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে এবার থেকে নতুন নীতিমালা চালু করতে যাচ্ছে সিলেট শিক্ষা বোর্ড। পাশাপাশি পরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। সিলেট শিক্ষা বোর্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি দায়িত্বশীল সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

সূত্র জানায়, সিলেট শিক্ষা বোর্ডে উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষকদের উত্তরপত্র বিতরণের আগে তাঁদের একটি নমুনা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে দেয়া হয়। এ নমুনা মূল্যায়নে প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকরা অংশ নেন। ২০০৪ সাল থেকে এ ব্যবস্থা চলছে। কিন্তু এতে দেখা গেছে, একই উত্তরপত্র মূল্যায়নে এক পরীক্ষকের সঙ্গে অন্য এক পরীক্ষকের ১০ থেকে ২০ নাম্বার পর্যন্ত পার্থক্য হয়। পরে একটি উত্তরপত্রের মূল্যায়ন নিয়ে প্রধান পরীক্ষক আলোচনা করে কিভাবে নাম্বার দেয়ার ক্ষেত্রে এ পার্থক্য কমানো যায় সে বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেন। উত্তরপত্র মূল্যায়নের সে নিয়ম বহাল রেখে এ প্রক্রিয়াকে আরো গতিশীল করতে এ বছর থেকে নমুনা উত্তরপত্র মূল্যায়নে একটির পরিবর্তে দুটি পৃ:১৫ ›› ক:৭

উত্তরপত্র মূল্যায়ন নীতিমালায় এবার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নমুনা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে।

পাশাপাশি পরীক্ষক নিয়োগেও ব্যাপক পরিবর্তন আনা হচ্ছে। পরীক্ষক নিয়োগের আগের নিয়ম বহাল রেখে নতুন নীতিমালায় যোগ্যতার ভিত্তিতে পরীক্ষক নিয়োগ করা হবে। আগে পরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকরির জ্যেষ্ঠতাকে গুরুত্ব দেয়া হতো। আগের নীতিমালা অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের যেসব শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ দুই বছর পূর্ণ হয়েছে তাদের পরীক্ষক, হিসেবে নিয়োগ দেয়া হতো। কিন্তু নতুন নীতিমালায় আগের সব কিছু বহাল রেখে মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড (এসএসসি থেকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যন্ত) খতিয়ে দেখা হবে। এছাড়া যেসব শিক্ষকের বিএড, এমএড, এলটিপ, সেসিপ বা বিষয় ভিত্তিক কোনো ট্রেইনিং থাকবে তাদের পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগে প্রাধান্য দেয়া হবে।

কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডসহ এমফিল, পিএইচডি বা পরীক্ষকের নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর আলাদা ট্রেইনিং বা ডিগ্রি থাকলে সে বিষয়টি গুরুত্বসহ বিবেচনা করা হবে।

জানা গেছে, নতুন নিয়মে খাতা দেখায় কোনো পরীক্ষক ভুল করলে তাকেও শাস্তি দেয়া হবে। খাতা দেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষকদের গাফিলতি ও অবহেলার মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভুলের মাত্রা অনুযায়ী শিক্ষকদের কালো তালিকাভুক্ত করা, বিভিন্ন মেয়াদে বেতন বন্ধ রাখা, এমপিও বাতিল, সরকারি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা ও শাস্তিমূলক বদলি রয়েছে।

সিলেট শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো: মনির উদ্দিন জানান, উত্তরপত্র মূল্যায়নে স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন ও পরীক্ষক নিয়োগে নতুন নীতিমালা নেয়া হয়েছে।